দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... OCT 11 2006 ...
পৃষ্ঠা ২১ কলাম ৩

রাজশাহী: নৌকা স্কুলে কৃষক-কৃষাণী ও গৃহবধূরা ধারণা লাভ করছে উন্নত চাষাবাদ, মানবাধিকার ও নারী অধিকার সম্পর্কে -ইত্তেফাক

প্রশংসনীয় কাজের স্বীকৃতি হিসেবে সিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থা ২০০৫ সালে গেটস ফাউন্ডেশনের 'অ্যাকসেস টু লার্নিং' এওয়ার্ড পায়। এছাড়া ইউএনডিপি, বিশ্ব ব্যাংক ও সান্তাক্লারা ইউনিভার্সিটির ইন্টেল এনভাইরনমেন্ট এওয়ার্ড-২০০৪, বিশ্ব ব্যাংকের ডেভেলপমেন্ট মার্কেট প্লেস রিকগনেশন এওয়ার্ড-২০০৫ লাভ করে।

চলনবিলে নৌকায় স্কুল লাইব্রেরিতে রয়েছে কম্পিউটার শেখার ব্যবস্থা

॥ রেজাউল করিম খান, রাজশাহী অফিস ॥

নৌকায় স্কুল। ক্লাস বসে নৌকার ভেতরে। শিক্ষার্থীরা হচ্ছে শ্রমজীবী ভূমিহীন পরিবারের শিশুরা। ঐসব শিশুদের অধিকাংশই অন্যের বাড়িতে কাজ করে, জমি থেকে ফসল কুড়ায়, গবাদিপশুর জন্য ঘাস কাটে। নানা কাজের ফাঁকে একটু সময় বের করে ওরা নৌকা স্কুলে যায়। ওরা বর্ণ পরিচয় লাভ করছে। শিখছে কম্পিউটার। ধারণা লাভ করছে আধুনিক চাষাবাদ, পুষ্টিমানসম্পন্ন খাবারসহ জীবন-যাপনের নানা বিষয়ে। সিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থা এই শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছে।

নৌকা স্কুল একটি ভ্রাম্যমাণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা নদীনালা, খাল-বিল ও জলাশয়বেষ্টিত এলাকায় অতি সহজেই প্রবেশ করতে পারে। এই স্কুলগুলি বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্র-ছাত্রী তুলে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে ক্লাস শুরু করে। নৌকার ভেতরে রয়েছে ক্লাস রুম, ছোট গ্রন্থাগার, কম্পিউটার ও নানা শিক্ষা উপকরণ। একটি নৌকা স্কুলে পাঁচ শিফ্‌টে দেড়শ' ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়ার সুযোগ পায়। শ্রমজীবী-ভূমিহীন পরিবারের সুবিধা বঞ্চিত শিশুরা এই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে আগে এই শিশুরা দূরের স্কুলে যেতে পারত না। এখন স্কুলই তাদের কাছে আসে।

নৌকায় রয়েছে বিশেষভাবে তৈরি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার। এতে আছে কম্পিউটার, ইন্টারনেট সুবিধা। ব্যবস্থা আছে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারে সৌরবিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ী জেনারেটরের মাধ্যমে কম্পিউটার চালানো হয়। বিল ও নদী তীরবর্তী বিভিন্ন গ্রামে এই নৌকা নোঙর ফেলে আগ্রহী লোকজনকে আমন্ত্রণ জানায়। বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থী, তরুণ-তরুণী, স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কৃষক-কৃষাণী এবং বয়স্ক ব্যক্তিরা এই গ্রন্থাগারের পাঠক। এতে রয়েছে গল্প, উপন্যাস, শিশুসাহিত্য, কার্টুন, কৃষি ও বিজ্ঞান বিষয়ক বই, দৈনিক সংবাদপত্র এবং সাময়িকী। গ্রন্থাগারে প্রায় দেড় হাজার বই ছাড়াও কম্পিউটারে দেখানো হয় আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি। বস্তুত, প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের সামনে সিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থা তথ্য প্রযুক্তির এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছে।

লাইব্রেরিতে একটি গ্রুপে ১০ থেকে ১২ জন প্রশিক্ষণ নিতে পারে। এখানে ইন্টারনেট ব্যবহার ও মোবাইল ফোন করা যায়। ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সাউন্ড সিস্টেম, বড় পর্দাসহ নৌকার এই ইউনিটগুলি গ্রামের ঘাটে ঘাটে বিকেল, সন্ধ্যা ও রাতে দূর শিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। দূর শিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে আছে-নদীর পানি ব্যবহার, গুণগত মানরক্ষা, পরিবেশ অনুযায়ী আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি, জীববৈচিত্র্য রক্ষা, নদী পাড়ের ভাঙন ও ভূমিক্ষয় রোধ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসার ওপর প্রশিক্ষণ প্রভৃতি। এখান থেকে কষকরা পণ্যের বাজার দর জানতে পারছে। এইসব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সিধুলাই সংস্থা বিশেষ ধরনের ৫০টি নৌকা তৈরি করেছে। উল্লেখ্য, সিধুলাই হচ্ছে সিধুলি গ্রামের ইংরেজী অপভ্রংশ। ঐ গ্রাম থেকে এই আন্দোলনের সূত্রপাত। এ প্রসঙ্গে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক এ এইচ এম রেজোয়ান জানান, বিশাল চলনবিল অঞ্চলের মানুষ বছরের অধিকাংশ সময় পানিবন্দি থাকে। অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারের সন্তানরা নিজেদের অথবা ভাড়া নৌকায় দূরের স্কুলে যেতে পারে।

রাজশাহী: কম্পিউটার প্রশিক্ষণরত ভূমিহীন পরিবারের সন্তানরা -ইত্তেফাক

কিন্তু হতদরিদ্র শিশুরা অর্থাভাবে লেখাপড়া শিখতে পারে না। ওদের জন্যই নৌকার স্কুল।

'নৌকায় স্কুল' বিদেশেও প্রশংসিত

স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংগঠন 'সিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থা' ২০০২ সালে 'নৌকায় স্কুল' কর্মসূচি চালু করে।

এতে এই অঞ্চলের প্রায় ৮৭ হাজার মানুষ উপকৃত হয়েছে। সূচনালগ্নে সংস্থার লক্ষ্য ছিল নদী তীরবর্তী দরিদ্র, অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষের কাছে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির খবর পৌঁছে দেয়া এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবুল হাসনাত মোহাম্মদ রেজোয়ানের দাবি, তাদের নৌকায় স্কুল কর্মসূচি সফল হয়েছে। নৌকায় স্কুল সম্পর্কে সোনাপুর গ্রামের ছাত্রী লাকি খাতুন বলেছে, নৌকা স্কুল তাকে বাড়ি থেকে তুলে নেয়, আবার পাঠশেষে বাড়িতে নামিয়ে দেয়। সেখানে লেখাপড়া করতে তার খুব ভাল লাগে। খবজিপুর কৃষক শামসুল তার কম্পিউটার ব্যবহার স্বপ্নের বিষয় ছিল। এখন কম্পিউটারে চাষাবাদের আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারছে। সে আরও জানতে পেরেছে নদীর পানি কিভাবে দূষিত হয়।

ভ্রাম্যমাণ ইন্টারনেট এডুকেশনাল ইউনিটে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কালাকান্দর গ্রামের আব্দুল মতিন বলেন, নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে জমিতে উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষকরা জানতে পারছে, কীভাবে জমিতে সার প্রয়োগ করতে হয়। কম্পিউটার শিখছে হরদমা গ্রামের মুক্তি খাতুন। সে জানায়, তার দিনমজুর পিতার পক্ষে এই খবর চালানো সম্ভব ছিল না।

প্রশংসনীয় কাজের স্বীকৃতি হিসেবে সিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থা ২০০৫ সালে গেটস ফাউন্ডেশনের 'অ্যাকসেস টু লার্নিং' এওয়ার্ড পায়। এছাড়া ইউএনডিপি, বিশ্ব ব্যাংক ও সান্তাক্লারা ইউনিভার্সিটির ইন্টেল এনভাইরনমেন্ট এওয়ার্ড-২০০৪, বিশ্ব ব্যাংকের ডেভেলপমেন্ট মার্কেট প্লেস রিকগনেশন এওয়ার্ড-২০০৫ লাভ করে।

সংস্থার প্রোগ্রাম ম্যানেজার সুপ্রকাশ পাল বলেন, প্রথমে সাধারণ দেশী নৌকায় এই শিক্ষা কর্মসূচি শুরু হয়েছিল। এতে গ্রামের মানুষের মধ্যে তেমন উৎসাহ ছিল। পরে আর্কিটেক্টের পরামর্শক্রমে বিশেষ ধরনের নৌকা তৈরি করা হয়। এই নৌকা মাত্র দুই ফুট পানির ওপর চলতে পারে। ছাদের উচ্চতা বাড়ানো হয়, যাতে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে। শুরুতে মানুষের মধ্যে অজানা ভীতি ছিল। পরে এটা কেটে যায়। বর্তমানে নৌকা স্কুল সম্পর্কে সাধারণ মানুষের উৎসাহ অনেক বেশি। গ্রামের গৃহবধূরাও নৌকায় আসেন। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন এই কর্মসূচি চলতে থাকবে।

"নৌকায় স্কুল লাইব্রেরি ঃ শিক্ষার্থী ভূমিহীন পরিবারের সন্তান" শীর্ষক সংবাদের প্রথম কিস্তি গত শুক্রবার প্রথম পাতায় ছাপা হয়। আজ ছাপা হলো দ্বিতীয় ও শেষ কিস্তি।